৩

যুগান্তর

তারিখ ... AUG. 1 0 2006 ...
পৃষ্ঠা ১৩ কলাম ২......

ইবিতে অরাজক পরিস্থিতি : সব একাডেমিক ভবনে তালা

একরামুল ইসলাম বিপ্লব, *ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে*

ক্লাস ও পরীক্ষা চালুর দাবিতে সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের আন্দোলনে অচল হয়ে পড়েছে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় (ইবি)। বুধবার ছাত্রছাত্রীরা দ্বিতীয়দিনের মতো কুষ্টিয়া-খুলনা মহাসড়ক অবরোধ করে ও ভারপ্রাপ্ত ভিসির অফিসসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের চারটি একাডেমিক ভবনে তালা ঝুলিয়ে দেয়। প্রায় ৩ ঘণ্টা অবরুদ্ধ থাকেন ভারপ্রাপ্ত ভিসি ট্রেজারার প্রফেসর আনোয়ারুল করীম। বন্ধ হয়ে যায় সব প্রশাসনিক কার্যক্রম। অথচ সরকার এখনও নীরব। এদিকে নতুন ভিসি নিয়োগের দাবিতে ইবি শিক্ষক সমিতি গতকাল ক্যাম্পাসে মৌনমিছিল বের করে। অচলাবস্থা নিরসনের দাবিতে ছাত্রছাত্রীরা সরকারকে ফের পাঁচদিনের আলটিমেটাম দিয়েছে। পূর্বঘোষিত কর্মসূচির অংশ হিসেবে ছাত্রছাত্রীরা সকাল সাড়ে ১০টায় পাঁচটি অনুষদের জন্য নির্ধারিত চারটি একাডেমিক ভবনে তালা ঝুলিয়ে দেয়। এতে শিক্ষক সমিতির অফিসসহ প্রক্টর ও ছাত্র উপদেষ্টার অফিসও বন্ধ হয়ে গেছে। ফলে ক্যাম্পাসে অবস্থিত একমাত্র ক্লাব ছাড়া শিক্ষকদের অবস্থান করার আর কোন মুক্ত স্থান নেই। এদিকে ছাত্ররা প্রশাসনিক ভবনে আগের দিনের মতো তালা ঝুলিয়ে দিলে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ার আশঙ্কায় সকাল ১০টা বাজতেই মাত্র ২ ঘণ্টা অবস্থান করেই সব কর্মকর্তা-কর্মচারী অফিস থেকে বেরিয়ে যান। এ সময় তাদের প্রশাসনিক ভবন চত্বরে অবস্থান করতে দেখা যায়। কোন ধরনের অনুমতি না নিয়েই কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অফিস থেকে বেরিয়ে যাওয়ায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সব প্রশাসনিক কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়। ভারপ্রাপ্ত ভিসি জানেন না কর্মকর্তা-কর্মচারীরা কেন ও কার অনুমতিতে অফিস ছেড়ে যান। এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনের প্রধান কর্মকর্তা রেজিস্ট্রারের কাছে জানতে চেয়েও কোন সদুত্তর পাননি তিনি। এতে প্রশাসনিক কাঠামো ও চেইন অব কমান্ড ভেঙে পড়ার বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। বেলা ১১টায় ছাত্রছাত্রীদের একটি বিক্ষোভ মিছিল শুরু হয়ে ক্যাম্পাসের গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে মেইন গেটের সামনে কুষ্টিয়া-খুলনা মহাসড়কে গিয়ে শেষ হয়। তারা গাড়ির টায়ার জ্বালিয়ে সড়ক অবরোধ ও সমাবেশ করে। অবিলম্বে ক্লাস-পরীক্ষা চালু কর, বাঁচাও শিক্ষাজীবন, সেশনজটের অভিশাপ থেকে মুক্তি চাই— স্লোগান সংবলিত প্ল্যাকার্ড নিয়ে হাজারখানেক ছাত্রছাত্রী এ বিক্ষোভ সমাবেশে অংশ নেয়।